- বর্ষ ২০২০
- সংখ্যা ০২
- এপ্রিল জুন

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ১৯ বছর

ঘাসফুলের বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন নির্বাহী পরিষদ গঠিত

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর বার্ষিক সাধারণ সভা (২০১৯-২০) গত ১৩ জুন ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ভিডিও কনফারেন্সে ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্যরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনলাইনে সংযুক্ত হন। ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সাধারণ পরিষদ সদস্যগণ ও সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্যে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, শাহানা মুহিত, কবিতা বড়ুয়া, মো: ওহিদুজ্জামান, নাজনীন রহমান, গোলাম মোস্তফা, ইয়াসমিন আহমেদ, জাহানারা বেগম, নাজমা জামান, পারভীন মাহমুদ এফসিএ, সমিহা সলিম, জেরিন মাহমুদ হোসেন সিপিএ, এফসিএ, শিব নারায়ন কৈরী, ডাঃ সেলিমা হক ও শামীমা আক্তার।

এছাড়াও সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা থেকে উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) স্বপন কুমার হালদার এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম থেকে উপপরিচালক মোঃ শহীদুল ইসলাম। সভার শুরুতে ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা মরহুমা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান পৃষ্ঠপোষক মরহুম এম. এল. রহমান, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাবেক সভাপতি মরহুমা হোসনেয়ারা বেগম ও মরহুমা শাহানা আনিস, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি মরহুম প্রফেসর ডঃ মোশাররফ হোসেন, সাধারণ পরিষদ সদস্য মরহুম আব্বাস উদ্দিন চৌধুরী, মরহুম এডভোকেট আল মামুন চৌধুরী ও ডা. মাহাতাব উদ্দিন হাসান, কোভিড -১৯ এ আক্রান্ত হয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ, জাতীয় অধ্যাপক ড. মোঃ আনিসুজ্জামান, জাতীয় অধ্যাপক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক ড.আশরাফ হোসেন সিদ্দিকী

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় ঘাসফুল এর উদ্যোগে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

গত ০৪ মে ঘাসফুল এর উদ্যোগে পঞ্চাশজন ইউপি কর্মকর্তা/কর্মচারী, দুস্থ অসহায় ও কর্মহীন এক'শ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ফরিদ আহম্মেদ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে নিয়ামতপুর ইউএনও জয়া মারিয়া পেরেরা, বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নিয়ামতপুর উপজেলা সহসভাপতি বাবু ঈশ্বর চন্দ্র বর্মন, নিয়ামতপুর সদর ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব বজলুর রহমান নঈম, ভাবিচা ইউপি চেয়ারম্যান ওবাইদুল হক

উপস্থিত ছিলেন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেন। উদ্বোধনকালে উপজেলা চেয়ারম্যান মো: ফরিদ আহম্মেদ ঘাসফুল সংস্থাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এধরণের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁর বক্তব্যে এ পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে তারমধ্যে ঘাসফুল সবচেয়ে সুশৃংখলভাবে ত্রাণ বিতরণ করেছেন বলে মন্তব্য করেন।

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বার্ষিক সাধারণ সভা.......

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রফেসর ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এবং

বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও সাবেক মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমসহ প্রয়াত সকলের জন্য শোক প্রকাশ ও বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রদ্ধা শেষে ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শাহনা মুহিত চলতি অর্থ বছরের সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংবলিত পূর্ণাঙ্গ বিবরণী তুলে ধরেন। ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের কোষাধ্যক্ষ জেরিন মাহমুদ হোসেন চলতি অর্থ বছরের সংস্থার আর্থিক বিবরণী পাঠ করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যরা সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের উপস্থাপিত বিবরণীর উপর আলোচনায় অংশ নেন এবং চলতি অর্থবছরের ঘাসফুল পরিচালিত সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং নতুন শুরু হওয়া প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি মূল্যায়নসহ আগামী অর্থবছরের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও করণীয় নির্ধারণ করেন। আলোচনাপর্বে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পারভীন মাহমুদ এফসিএ, প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম ও শিব নারায়ন কৈরী এবং সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীসহ অন্যান্যরা।

সভায় সংস্থার আগামী ২০২০ - ২১ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন, অডিটর নিয়োগ, আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনুমোদন দেয়া হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী ২০২০ - ২০২৩ মেয়াদের জন্য সংস্থার নতুন নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়। নবগঠিত নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা হলেন: সভাপতি - ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, সহসভাপতি-শিব নারায়ন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক - সমিহা সলিম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক - কবিতা বড়ুয়া, কোষাধ্যক্ষ - গোলাম মোস্তফা, নির্বাহী সদস্য - প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম ও পারভীন মাহমুদ এফসিএ। সবশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীদিনের সাফল্য কামনা করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ.......

১ম পৃষ্ঠার পর

এবং ঘাসফুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে নিয়ামতপুর উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মো: তোফাজ্জল হোসেন, টিভি চ্যানেল মাই টিভি, জয়যাত্রা ও মোহনার জেলা প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ১,২৬,০৮০/- (একলক্ষ ছাব্বিশ হাজার আশি) টাকার মূল্যমানের বিতরণকৃত ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল পিপিই ৫০টি, খাদ্য সামগ্রী ১০ কেজি চাল, মসুর ডাল ১ কেজি, আলু ৩ কেজি, লবন আধা কেজি, সাবান ২টি, তেল ১ লিটার, চিনি ১ কেজি, পিয়াজ ১ কেজি, মাস্ক ০২ টি। এসময় ঘাসফুলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, সহকারি পরিচালক মো: শামসুল হক, এরিয়া ম্যানেজার মো: আনোয়ার হোসেন, শাখা ব্যবস্থাপক মো: আবুল কালাম আজাদ, মো: শরিফ আহমেদ, শাখা হিসাব রক্ষক মো: সোহাগ বাবু এবং অনান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিশ্ব শিশুশ্রম.......

শেষ পৃষ্ঠার পর

যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ইয়াছমিন পারভীন, মাইশা'র নির্বাহী পরিচালক ইয়াছিন মনজু। ঢাকা'র উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ভাফুসড'র জসিমউদ্দিন আকন্দ, কারিতাসের এমদাদুল ইসলাম, স্বপ্নীল ব্রাইট ফাউন্ডেশনের মোহাম্মদ আলী শিকদার, মনিষার নির্বাহী পরিচালক এসএম আমজাদ হোসাইন হিরু, একলাবের প্রতিনিধি মাহাবুবুল আলম, বিবিএফ এর প্রতিনিধি সোহাইল উদ্দোজা, ইপসার মোহম্মদ আলী শাহিন, ভোরের আলোর প্রধান সমন্বয়ক শফিকুল ইসলাম খান, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদার, জোবায়দুর রশীদ, সিরাজুল ইসলাম ও কাজী নাদিরা রহমান।

কোভিড-১৯ সৃষ্ট দুর্যোগে ঘাসফুল.......

শেষ পৃষ্ঠার পর

পাশাপাশি একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে এমন দুর্দিনে এধরণের নির্যাতনমূলক আচরণের ব্যখ্যা তুলে ধরেন। তিনি সকলকে সবক্ষেত্রে মানবিক আচরণের মাধ্যমে একটি মানবিক পৃথিবী গঠনে আহ্বান জানান। এ বিষয়ে তিনি বলেন, অপরাধীকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করা হোক। একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি মনে করেন, যথার্থ কাউন্সিলিং ও সচেতনতা তৈরীর মাধ্যমে মানবপ্রেম সৃষ্টি করে এই অরাজকতা থামানো সম্ভব। তিনি সকলকে ধৈর্য্যধারণ এবং পরস্পরের প্রতি সহযোগীতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়ানোর আহ্বান জানান। দ্বিতীয়বার সাক্ষাতকার প্রদান করেন গত ১১মে চট্টগ্রাম নগরীতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অপরাধ নিয়ে মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি বিষয়ে। তিনি বলেন, অপরাধী অপরাধ করবে তাই দলমত নির্বিশেষে সকল অপরাধীকে আইনের আওতায় আনতে হবে। এবং যথাযথ ও দ্রুত আইনের প্রয়োগ হলে অপরাধ কমবে।

ঘাসফুল ইয়েস (YES) প্রকল্প এর কার্যক্রম সমূহ

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহযোগীতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্পের উদ্যোগে কোভিড-১৯ মহামারী নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রাম নগরীতে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রকল্প কর্মকতাগণ কর্ম-এলাকায় ৪০০০ লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় করণীয়, সরকারি নির্দেশনা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে।

➢ এছাড়াও দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করার প্রবণতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্ম-এলাকায় যুবদের গ্রুপভিত্তিক আলোচনা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। প্রকল্পের কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশান (সিবিও) ; এলাকার বিভিন্ন ক্লাব, সংঘ, সমিতিগুলোকে দুর্যোগ মুহুর্তে আর্ত-মানবতার সেবায় অংশগ্রহণে স্বেচ্ছাসেবায় উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং তারা স্ব-প্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে ফান্ড সংগ্রহ করে এলাকায় ত্রাণ কার্য পরিচালনা করে।

➢ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বারটি ওয়ার্ডে (২,৩,৪,৭,৮,৯,১২,১৩,১৫,২৭,৩৩ ও ৩৭ নং ওয়ার্ড) ইয়েস প্রকল্পের সিবিও সদস্য বিভিন্ন যুব ফোরাম তারা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করে এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের ত্রাণ সহায়তা এলাকার দুস্থ কর্মহীন মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়।

➢ ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের বিভিন্ন ওয়ার্ড বেইজড CBO (Community Based Organization) সদস্যরা এই ক্রান্তিকালে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড, পাড়া ও মহল্লাতে তাদের স্ব-উদ্যোগে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষদের মাঝে খাবারসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে। দুরন্ত ও সাহসী এই যুবকরা ভ্যান চালিয়ে, আবার কখনও নিজেরা রান্না করে অসহায় মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের এই মহতী কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

➢ ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্প এর একটি অন্যতম CBO (Community Based Organization) "ফুটন্ত কিশোর সংঘ" যারা COVID-১৯ এর এই ক্রান্তিকালে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড, পাড়া ও মহল্লাতে তাদের স্ব-উদ্যোগে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষদের মাঝে খাবার সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে। "ফুটন্ত কিশোর সংঘ" এর দুরন্ত ও সাহসী যুবকরা ভ্যান চালিয়ে, আবার কখনও

নিজেরা রান্না করে অসহায় মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের এই মহতী কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি

হাটহাজারীর মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে চারাগাছ বিতরণ

প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহতভাবে কাজ করে আসছে। বাংলাদেশ বৃটিশ-আমেরিকান ট্যোবাকো কোম্পানীর সহায়তায় গত ২৮জুন ঘাসফুল এর উদ্যোগে হাটহাজারী উপজেলার মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ৭৫টি বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রর শিক্ষার্থী এবং উপকারভোগীদের মাঝে শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্যপরিদর্শকদের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের পাঁচ হাজার চারাগাছ বিতরণ করা হয়। চারা বিতরণকালে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন ও মোহাম্মদ আরিফসহ সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রম

ঘাসফুল পরিচালিত ২২১ টি শিক্ষাকেন্দ্র/ স্কুলগুলোতে অধ্যয়নরত ৭৫৪২ জন ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মাঝে করোনাভাইরাস জনিত দুর্যোগ পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে অবহিতকরণ। এতে করে প্রায় ১২ হাজার উপকারভোগীদের কাছে সংস্থার শিক্ষা কার্যক্রমের সেবা পোঁছাতে সক্ষম হয়। এ সেবা চট্টগ্রাম নগরী এবং হাটহাজারী উপজেলায় সংস্থার সমৃদ্ধি কর্মসূচি পরিচালিত গ্রামীণ অঞ্চলের বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্র, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের শিখন কেন্দ্রসমুহ , ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল ও ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়।

ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসুচি

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুলের সহায়তা প্রদান

করোনার দুর্যোগময় সময়ে খেটে খাওয়া মানুষের পাশাপশি পরিবারের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পাশে রয়েছেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় সহযোগি সংস্থা ব্র্যাক ও আয়োজক সংস্থা ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচি । গত ৭ মে ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির ৩১জন শিক্ষার্থীকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে দশজন শিক্ষার্থীর অর্থ সহায়তা বাসায় পৌঁছে দেয়া হয় এবং বাকি একুশজন শিক্ষার্থীর টাকা বিকাশের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রতি ১৫০০/- (পনের শত) টাকা করে সর্বমোট ৪৬৫০০/- (ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা প্রদান করা হয়। উল্লেখিত উপকারভোগী সকলেই ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের শিক্ষার্থী। উপকারভোগিরা তাদের পরিবারের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পাশে থাকার জন্য ব্র্যাক ও ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির প্রশিক্ষক জোবায়দুর রশীদ, ব্র্যাক সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির প্রশিক্ষক মোমিনুল করিম, কোয়ালিটি ও মনিটরিং অফিসার মো: আবদুল আলী। এছাড়া ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির ফিল্ড সুপারভাইজার ও কেন্দ্রের শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য ঘাসফুল ২০১৭ সাল থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর ২১টি ওয়ার্ডে ১৪২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে এই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচলনা করছে।

শিখনকেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের দিনমজুর অভিভাবকদের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান

১লা এপ্রিল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল পরিচালিত সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির রৌফাবাদ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চট্টগ্রাম রৌফাবাদ এলাকার সেকেন্ড চান্স স্কুল কমিটির সভাপতি মো: আলহাজ্ব আবদুল নবী লেদু সাহেবের সহযোগিতায় ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক (দিনমজুর) এবং পার্শ্ববর্তী একজন হতদরিদ্রসহ মোট ৩১জন উপকারভোগীদের মাঝে দুর্যোগকালীন সহযোগিতা প্রদান করা হয়। সহযোগিতার মধ্যে ছিল জনপ্রতি ০২ কেজি চাল এবং ০২ কেজি আলু। এ কার্যক্রমটি সমন্বয় করেন ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের সুপারভাইজার বিদ্যুৎ দেব ও শিক্ষক রেশমি আকতার। এধরণের মানবিক সহযোগিতার জন্য ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে জনাব লেদু সাহেব আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানানো হয়।

সম্পাদকীয়

কোভিড-১৯: বিপন্ন পৃথিবী আটকে আছে সভ্যতা

কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র বিশ্বে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দিনদিন বাড়ছে সংক্রমণের হার, বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল। ব্যস্ত পৃথিবীর ব্যস্ত মানুষগুলো হঠাৎ থেমে গেছে ভয়াবহ আতংকে। আটকে আছে সভ্যতা। এ যাবতকালে অর্জিত মানব সভ্যতার সর্বশক্তি দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলছে এই ভয়ংকর মহামারি প্রতিরোধে নানা প্রচেষ্টা। আশাজাগানিয়া বিভিন্ন সংবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুনা গেলেও নির্ভর করার মতো পরিপূর্ণ সফলতা অদ্যবধি পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয় হলো- ভৌগলিক, আবহাওয়া, জলবায়ু বিভিন্ন কারণে করোনাভাইরাস নিজে নিজে জিনগত পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়ে উঠছে। তারা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ও তাপমাত্রার ভিন্নতা অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করছে আরো ভয়াবহভাবে। এখন কোনধরণের উপসর্গ ছাড়াই কোভিড-১৯ শনাক্ত হচ্ছে, যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে। এটি অনেকটা গুপ্ত সংক্রমণ। কোভিড-১৯ এর গুপ্ত সংক্রমণ খুব অল্প সময়ে তছনছ করে দিতে পারে সকল প্রতিরোধ প্রস্তুতি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা। যারফলে কোভিড-১৯ সৃষ্ট মহামারি নিয়ন্ত্রণ, রোগ নিরাময়ে ঔষধ আবিস্কার এবং প্রতিরোধে টিকা তৈরীতে বিশেষজ্ঞরা পড়ছে বিপাকে। ভাইরাসটির এধরণের পরিবর্তন বা অভিযোজন ক্ষমতা গবেষকদের কাছে এই শতাব্দির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে প্রত্যেক খারাপ দিকের শেষ প্রান্তে একটি ভাল দিক উন্মোচিত হয়। করোনাভাইরাস জলবায়ু ও মানবদেহের ভিন্নতা অতিক্রম করতে গিয়ে প্রাকৃতিকভাবে অহরহ জীনগত পরিবর্তন করতে করতে একসময় এটি গৃহপালিতের মতো দেহপালিত হয়ে উঠার সম্ভাবনাও রয়েছে - এমনটিও মনে করছেন অনেক গবেষক ও অণুজীব বিজ্ঞানী। তারা মনে করছেন এটি একসময় স্বাভাবিক অন্যান্য ভাইরাসজনিত রোগের মতোই সপ্তাহান্তে সেরে যাবে। অথবা ভ্যাকসিন সৃষ্টির মাধ্যমে হাম, পোলিও'র মতো নির্মূল হয়ে যাবে। মানুষের স্বাভাবিক জীবন আবার কখন সচল হবে তা প্রায় অনিশ্চিত। সরকার কোভিড-১৯ সংক্রমণ থামাতে সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণার সময়সীমা চারদফায় বৃদ্ধি করে গত ৩০ মে শেষ করেছে। ৩১ মে থেকে সীমিত আকারে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অফিসে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সাধারনছুটি চলাকালীন রাষ্ট্রিয় জরুরী কার্যক্রম/বিভাগ এবং দেশব্যাপি পণ্য পরিবহন ইত্যাদি সচল ছিল। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিন ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ থাকা, দিনমজুর খেটে খাওয়া মানুষের আয় বন্ধ হওয়ায় দেশে বিভিন্নধরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কারণ দীর্ঘদিন লকডাউন দিয়ে সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব হলেও কর্মহীন দিনমজুরদের ক্ষুধা ঠেকানো সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ি, ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী, ক্ষুদ্রশিল্প সবারই দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি স্বল্প। হঠাৎ করে সকল কার্যক্রম বন্ধ হওয়াতে এসব সেক্টরে নির্ভরশীল লোকজনের উপর বিপর্যয় নেমে আসে। বাংলাদেশের শহর, বন্দর ও প্রত্যন্ত গ্রামে ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা ও প্রান্তিক কৃষকদের অধিকাংশক্ষেত্রে অর্থ যোগানদাতা হলো ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা; এমএফআই গুলো। দীর্ঘ লকডাউন বা সাধারণ ছুটিতে ভয়ানক বিপর্যয়ের মুখে রয়েছে এসব এমএফআইগুলোর ঘূর্ণয়মান ঋণ কার্যক্রম। যারফলে শুধু দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের রুটিরুজি নয়, থেমে গেছে এই সেক্টরে কর্মরত লক্ষ লক্ষ পরিবারের আয়ের পথ, বেড়ে গেছে ভবিষ্যত অনিশ্চয়তা। বিভিন্ন সেক্টরের কর্মজীবি মানুষগুলো চাকুরী হারানোর ভয়ে দিন কাটাচ্ছে। তাইতো দেখা গেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লকডাউন ভেঙ্গে পথে নেমে পড়েছে মানুষ।

মানুষের জীবন ও জীবিকা সমান্তরাল রেললাইনের মতো। একটিকে থামিয়ে দিলে অন্যটিও থেমে যায়। আয় বন্ধ হলে ক্ষুধার যন্ত্রণায় মানুষের জীবন আরো বেশী বিপন্ন হয়ে উঠে। আশার কথা হলো এ বিপর্যয় মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগ, নাগরিক উদ্যোগ, ব্যক্তি উদ্যোগে এগিয়ে এসেছে সবাই। বাঙালী জাতি হার না মানা জাতি। সম্মুখ সমরের যোদ্ধা ডাক্তার নার্সসহ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে মাঠে নেমেছে এদেশের সরকার ও জনগণ। আশংকা নয়, আশা রাখতে চাই; এ বিপর্যয় মোকাবেলায় অবশ্যই আমরা সফল হবো সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। সকল দুঃসংবাদের মাঝে একটি সুসংবাদ হলো; বিশ্বময় এ ক্রান্তিকালে মানুষের উন্নয়ন থেমে গেলেও করোনাভাইরাস নির্মল প্রকৃতির পুন:প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে এক দারুণ সুযোগ। শিল্পোন্নয়ন ও মানুষের মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় দুষিত পৃথিবী অনেকটা খাদের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বব্যাপি লকডাউন ও সীমিত উৎপাদনে দুষিত আকাশ, বাতাস, পাহাড়, সাগরসহ সমস্ত প্রকৃতির মাঝে বিশাল পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সকল দুষণ মুছে প্রকৃতি যেন ফিরে যাচ্ছে আপন যৌবনে। শুনতে খারাপ লাগলেও বলা যায়, পৃথিবী নামক গ্রহটি বাঁচাতে এধরণের লকডাউন এর প্রয়োজন ছিল. যা সুস্থ, স্বাভাবিক অবস্থায় কখনো কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। এছাড়াও এটি একধরণের সর্বশক্তিমানের নিদর্শনও বটে। এতোদিন মানুষ মনে করতো তারা নানা কৌশলে প্রকৃতিকে শুধু নিয়ন্ত্রণ করেই যাবে। কোভিড-১৯ মানুষের সেই ভ্রান্ত ধারণা উন্মোচিত করে দিয়েছে। সবকিছুর উর্ধ্বে সুপারপাওয়ার বা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা।

পরিশেষে বলতে চাই, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় লক-ডাউন ব্যবস্থা শিথিল করার পাশাপাশি জীবন জীবিকার চাকাও সচল রাখা জরুরী। পাশাপশি যেসব বিষয়ে প্রস্তুতি নেয়া জরুরী তা হলো; আক্রান্তদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা, দেশের সকল প্রান্তে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপক কোভিড টেস্ট নিশ্চিত করা, জরুরী রাষ্ট্রিয় কাজে এবং জরুরী চিকিৎসায় নিয়োজিতদের নিরাপত্তা ও সন্মান নিশ্চিত করা, অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে ক্ষতিগ্রস্থ সেক্টরে প্রণোদনা বরাদ্দ এবং তা বন্টনে সুশাসন নিশ্চিত করা, অপরাধ দমনে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া, গণমানুষের মঝে স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজসেবার মনোভাব জাগ্রত করা ইত্যাদি। তবে এখানে একটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরী, এ সময়টা হলো বিশ্বব্যাপি মেডিকেল ইমারজেন্সি মুভমেন্ট। মেডিকেল ইমারজেন্সিতে সর্বাগ্রে সম্মুখযোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই প্রথম কাজ। তারপর জরুরী বিষয় হলো; কর্মক্ষেত্রে কার্যক্রম চালু করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের সকল স্বাস্থ্যবিধি ও সর্তকতা পরিপালনে বাধ্য করা। দীর্ঘদিন লকডাউন সময়ে দেশের সকল নাগরিকের কোভিড-১৯ সম্পর্কে মোটামোটি একটি ধরণা হয়েছে এবং সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপরও দেশে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রচারণা ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে কর্মরতদের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি মাথায় রেখেই তাদের চিকিৎসা ও বিকল্প ব্যবস্থার পর্যাপ্ত প্রস্তুতি রাখতে হবে। কর্মী, প্রশাসক এবং মালিকদের সকলকে সবক্ষেত্রে সদয় ও মানবিক আচরণ অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, দেশরক্ষায় এই সংকটময় মুহুর্তে মালিক-শ্রমিক, আমলা-উদ্যোক্তা, পেশাজীবি, শ্রমজীবি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফলতা আসবেই ইনশাল্লাহ। দুর্যোগ-দুর্বিপাকে সবসময় ঘুরে দাঁড়ানোর সাহসে বলীয়ান, দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশ্বের রোল মডেল; বাংলাদেশ সফল হবে শতাব্দির ভয়ংকর এ মহামারি মোকাবেলায়।

আসুন কোভিড- ১৯ মোকাবেলায় শিশুশ্রম থেকে শিশুদের সুরক্ষা করি

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ২০০২ সালের জুন মাসের ১২ তারিখ থেকে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন করে আসছে, বাংলাদেশেও দিবসটি ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর ১২জুন বিশ্বের অন্য দেশের মতো যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি উপলক্ষে সরকারি বেসরকারিভাবে আয়োজনের অনেক কর্মসূচি থাকে, এবারে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ফলে শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালনে তেমন কর্মসূচি ছিলনা। ঢাকা ও চট্টগ্রামে সরকারের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও শিশুশ্রম নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থাসমূহ সংস্থাসমূহ সম্মিলিতভাবে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন করেছে ভিডিও কনফারেন্স ভার্চুয়াল মিটিং-এর মাধ্যমে। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো 'আসুন কোভিড মোকাবেলায় শিশুশ্রম থেকে শিশুদের সুরক্ষা করি। এখনই তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সবচেয়ে বেশী দরকার।' এসব দিবস পালন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে মানুষ জানতে পারে শিশুশ্রমিক নিয়োগ দেয়া এবং নেয়া ভালো কাজ নয়। শিশুশ্রমে থাকা শিশুদের মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ থাকে। শিশুদের দিয়ে অনেকে বাড়তি কাজ করায় এবং তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিকও দেয় না। সস্তাশ্রমেই কাজ করতে হয় শিশুদের। ফলে যেমন তাদের শারীরিক ক্ষতি হয়, তেমনই মানসিক ক্ষতিও হয়- যা একটা শিশুর জন্য খবই কষ্টকর। বর্তমানে দেশে শিশুশ্রমিক নির্যাতনের অনেক ঘটনাও ঘটছে প্রতিনিয়ত। এলক্ষ্যে সরকার ও অন্যান্য সংস্থা সম্মিলিতভাবে কাজ করলেই শিশুশ্রম নিরসন করা সম্ভব হবে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার শিশুশ্রম নিরসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০২১ সালের মধ্যে ঝুকিঁপূর্ণ শিশুশ্রম ও ২০২৫ সালের মধ্যে সবধরণের শিশুশ্রম বন্ধের পরিকল্পনা সরকারের থাকলেও বাস্তবতা একদম ভিন্ন। যে বাসে করে শিশুরা স্কুলে যায় সেই বাসের হেলপারও থাকে একই বয়সী। দেশের জাতীয় শ্রম আইন-২০১৬ (সংশোধিত ২০১৮) অনুযায়ী ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কোনো প্রকার কাজে নিযুক্ত করা যাবে না, যদি কেউ শিশুশ্রমিক নিয়োগ করে, তাকে পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হবে। উক্ত আইনে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়স পযন্ত কিশোরদের হালকা কাজ করার কথা উল্লেখ থাকলেও দেশের চিত্র ও বাস্তবতা ভয়াবহ। ঢাকা ও চট্টগ্রামের সবকটি মহাসড়কে লেগুনা, বাসসহ বিভিন্ন যানবাহনের ৫০শতাংশ হেলপার অপ্রাপ্তবয়স্ক। গ্যারেজ, ওয়ার্কশপের দোকান, মিল কারখানা, সিগারেট বিক্রি, ফুল বিক্রি, ফুটপাতে পানি বিক্রি, পত্রিকা বিক্রি, বাদাম বিক্রি ও হোটেল রেস্টুরেন্টের কর্মচারী এবং মহাসড়কজুড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাড়িতে বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করে অনেক শিশু। শ্রমের পাশাপাশি তারা অপরাধমূলক কাজের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ছে অনেকেই। দেশে কত সংখ্যক শিশুশ্রমে নিয়োজিত এর সাম্প্রতিক কোনো তথ্য নেই। দেশে এ বিষয়ে সর্বশেষ সমীক্ষা হয়েছিলো ২০১৩ সালে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও) পরিচালিত শিশুশ্রম সমীক্ষা ২০১৩ অনুযায়ী দেশে সাড়ে ৩৪ লক্ষ কর্মজীবী শিশু রয়েছে।

বাকী অংশ ৯ম পৃষ্ঠায় দেখুন

কোভিড -১৯ মহামারী মোকাবেলায় সংস্থার বিভিন্ন উদ্যোগ

কোভিড -১৯ মহামারী মোকাবেলায় মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুর দিকে ঘাসফুল এর সকল কর্মসূচী, প্রকল্পে কর্মরতদের নিরাপত্তা এবং উপকারভোগীদের সচেতনতা সৃষ্টি ও সঠিক তথ্য দেয়ার লক্ষ্যে ইমেইলে অফিস বিজ্ঞপ্তি, লিফলেট প্রেরণ এবং নিরাপদ দূরত্বে ছোট ছোট গ্রুপ করে সকলকে প্রস্তুত করা হয়। কোভিড -১৯ মহামারী সম্পর্কে সংস্থার সকল কর্মীদের বিভিন্ন তথ্য ও করণীয় সম্পর্কে অবহিত/প্রশিক্ষিত করার পর পরবর্তীতে মার্চ মাসের ২য় সপ্তাহের শেষের দিকে সংস্থার গ্রাহক/উপকারভোগীদের সচেতনতায় কার্যক্রম শুরু করা হয়, যা মার্চের ৩য় সপ্তাহ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। সংস্থার সকল কার্যালয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত হ্যান্ডওয়াশ ও হ্যান্ড স্যানিটেইজার সরবরাহ করা হয়।

কোভিড -১৯ মহামারী নিয়ন্ত্রণে সরকার দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলে ঘাসফুল সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটিকালীন সময়ে করণীয় ও প্রয়োজনীয় পরামর্শসহ অফিস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সকল অফিস ০৪ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয় - যা সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী ১ম দফায় ০৫ এপ্রিল -১১ এপ্রিল, ২য় দফায় ১২ এপ্রিল - ২৫ এপ্রিল, ৩য় দফায় ২৬ এপ্রিল - ০৫ মে, ৪র্থ দফায় ০৬মে - ১৬ মে , ৫ম দফায় অগ্রসর হয়ে ০১ মে থেকে ৩০ মে পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। ঘাসফুল নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় রেখে প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনা পরিপালন করে আসছে।

বন্ধকালীন সময়ে সংস্থার প্রত্যেক কর্মসূচী ও প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব কর্ম-এলাকায় উপকারভোগীদের সাথে টেলিফোনে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করেন। ঘাসফুল কর্মীগণ টেলিফোন সেবার মাধ্যমে উপকার ভোগীদের বিভিন্ন হাসপাতালের টেলিফোন নং, নিকটবর্তী হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার তথ্য, সামাজিক দুরত্ব ও মহামারি ঠেকাতে নিজঘরে অবস্থান করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা অব্যাহত রাখেন। এছাড়াও কোন কোন এলাকায় কোন সদস্য/ উপকারভোগীর সংকট দেখা দিলে পার্শ্ববর্তী সচ্ছল অন্য সদস্যদের মাধ্যমে সহায়তা করা হয়। সাধারণ ছুটি চলাকালীন সংস্থার ফেইসবুক, ইমেইল, টেলিফোনের মাধ্যমে জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য, সংবাদ ইত্যাদি প্রচার করা হয়। করোনাভাইরাস জনিত দুর্যোগ পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১দফা সম্বলিত প্রচারপত্র সোশ্যাল মিডিয়া ও ইমেইলের মাধ্যমে প্রচারণা চালানো এবং সাধারণ মানুষ যাতে নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করে সে বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হয়।

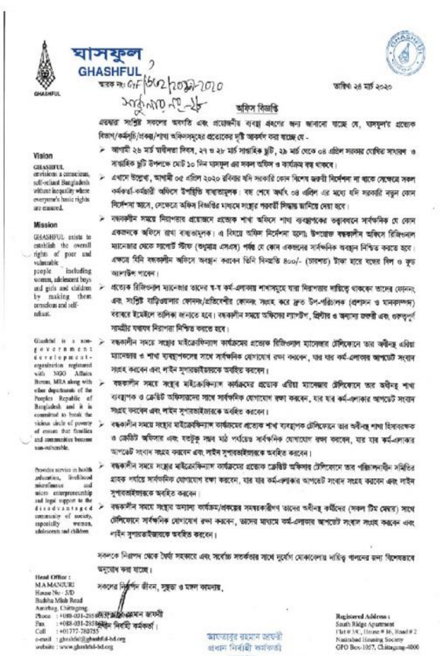

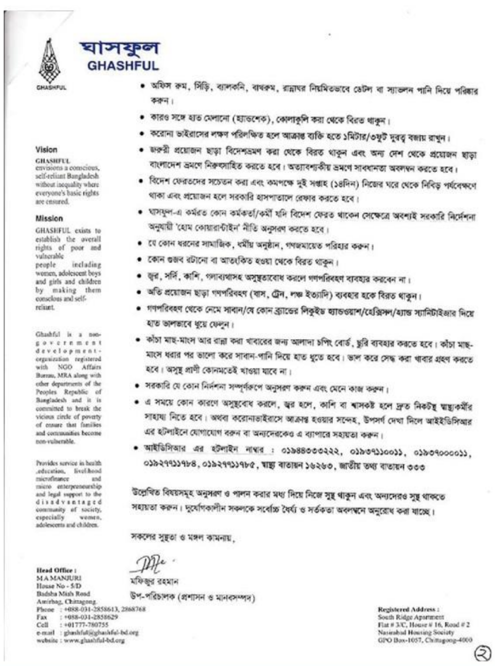

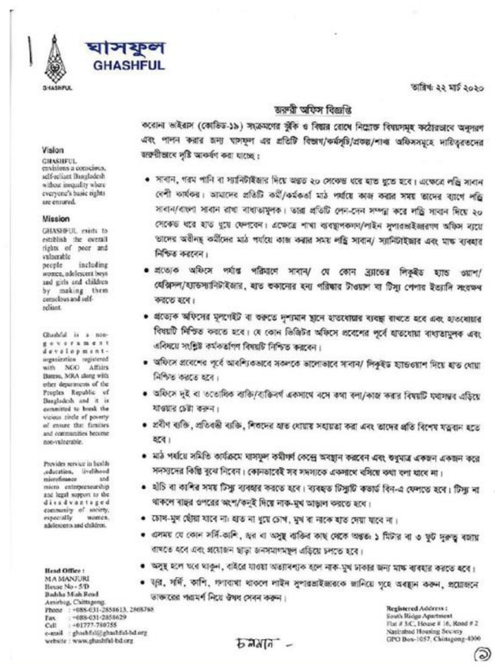

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভুক্তিকরণ কার্যক্রম

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে প্রথমধাপে গ্রাহকের সুরক্ষায় সংস্থার কর্ম-এলাকা চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, ঢাকা, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রতিটি সমিতিতে প্রত্যেক মাঠকর্মী লিফলেট প্রদর্শনের মাধ্যমে সকল সদস্যদের কোভিড -১৯ মহামারী মোকাবেলায় করণীয়, সামাজিক দুরত্ব, শারীরিক দুরত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এভাবে সতর্কবার্তা গুলো খুব স্বল্প সময়ে ৭৩৮৯৫ জন গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। আমাদের প্রশিক্ষিত কর্মীদের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহক/সমিতির সদস্যদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকেও এ সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়।

দুর্যোগকালীন সংস্থার কর্ম-এলাকার ছয়টি জেলায় সকল গ্রাহক/সদস্যদের সার্বক্ষনিক খোঁজখবর নেয়া এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়ার লক্ষ্যে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা দেয়ার পূর্বে ঘাসফুল এর ৪৭৮৯টি সমিতির তিনজন করে সভানেত্রী, সম্পাদিকা এবং কোষাধ্যক্ষসহ মোট ১৪৩৬৭ জনের হালনাগাদ টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করে এলাকা ও মাঠকর্মী ভিত্তিক তালিকা করা হয়। সংগৃহিত টেলিফোন নাম্বারের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন অর্থাৎ ২৬ মার্চ থেকে শুরু হওয়া অদ্যবধি সাধারণছুটি চলাকালীন মাঠকর্মীগণ তাদের স্ব-স্ব কর্ম-এলাকার সভানেত্রী, সম্পাদিকা এবং কোষাধ্যক্ষগণের টেলিফোনে সমিতির অন্যান্য সদস্যদের খোঁজখবর নেয়া অব্যাহত রাখেন। এধরণের টেলিফোনে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণত: স্বাস্থ্যগত তথ্য এবং অসুস্থ হয়ে পড়লে নিকটস্থ চিকিৎসক বা হাসপাতালের ঠিকানা কিংবা স্বাস্থ্যসেবার জরুরী নাম্বার দিয়ে সহায়তা করা হয়। টেলিফোনে সকল সদস্যদের সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি ও অন্যান্য নিয়ম মেনে ঘরে অবস্থান করার জন্য প্রচারণা চালানো হয়। একইভাবে এরিয়া অফিস, রিজিওনাল অফিস এবং হেড অফিস থেকে শাখা পর্যায়ে মাঠকর্মীদের মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য টেলিফোনে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়। সাধারণ ছুটিতে দেশব্যাপি লকডাউন থাকায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অধিকাংশ গ্রাহক কর্মহীন হয়ে পড়ে।

ঘন জনবসতির বাংলাদেশে কোভিড -১৯ মহামারী জনস্বাস্থ্যের জন্য এক ভয়ংকর সঙ্কট। কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় যখন দেশব্যাপি লক-ডাউন ঘোষণা করা হয় তখন ক্ষুদ্র উৎপাদক, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, রাস্তার বিক্রেতারা, গ্রামীণ, নগর ও শহরতলিতে বসবাসকারীদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে আসে। সাধারণত দেশের এসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থের উৎস হিসাবে ক্ষুদ্রঋণের উপর নির্ভর করে। ঘাসফুল ১৯৯৭ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আমাদের সংস্থার সাথে গ্রাহকদের দীর্ঘদিনের ভাতৃত্বের সম্পর্ক। তাদের জীবন জীবিকার সামগ্রিক উন্নয়নের উন্নয়ন সহযোগি হিসেবে ঘাসফুল সবসময় তাদের পাশে থেকে কাজ করে আসছে। এমন দুর্যোগময় মুহুর্তে ঘাসফুল এর মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের উপকারভোগীদের কাছ থেকে গত ২৩ মার্চ থেকে কিস্তি আদায় স্থগিত করা হয়।

সরকার গত ৩১ মে থেকে সীমিত আকারে সবকিছু খুলে দেয়ার পর ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর মাঠকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাঠ পর্যায়ে সীমিত আকারে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু বীমাদাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর আবাসন ঋণের কার্যক্রমের আওতায় পটিয়া সদর শাখার (শাখা কোড -১৩) উপকারভোগী সদস্য পটিয়া হাইদগাঁও ৫ নং ওয়ার্ড এর বাসিন্দা দুলাল নন্দী ঘাসফুল হতে তিন দফায় মোট তিন লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি গত ২৯ মে স্ট্রোক করে মৃত্যুবরণ করেন । আজ ২৯ জুন ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত উপকারভোগী সদস্যের নমিনীদের মৃত্যু বীমাদাবী বাবদ ২,৫৯,০৭৫/- সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ১৯,৫৪১/- টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৫০০০/- টাকা। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের ডাইরেক্টর অপারেশন মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, সহকারী পরিচালক মোঃ শামসুল হক, রিজিওনাল ম্যানেজার সাইদুর রহমান খান, এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ ওসমান, শাখা ব্যবস্থাপক শাপলা দাশসহ শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুল সাসটেইনবেল এন্টারপ্রাইজ (এসইপি) প্রজেক্ট

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ও সাপাহার উপজেলায় ঘাসফুল বাস্তবায়ন করছে ঘাসফুল এর সাসটেইনবেল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)। পিকেএসএফ এর নির্দেশনায় কোভিড-১৯ সৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কর্ম-এলাকায় প্রকল্পের উপকারভোগী বিষমুক্ত আমচাষে নিয়োজিত চাষীদের মধ্যে ১৮ জনের একটি তালিকা তৈরী করা হয়েছে। ঘাসফুল কর্মকর্তাগণ নিয়মিত প্রকল্পের উপকারভোগীদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন, স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন।

শোক সংবাদ

মাতৃবিয়োগ

ঘাসফুল এমআইএস বিভাগের সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদার এর মাতা আনোয়ারা বেগম গত ০২ মে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন..। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে লিফলেট বিতরণ

পিকেএসএফ এর সহাযোগীতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে করোনাভাইরাস সর্ম্পকে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য লিফলেট বিতরণ, এই ভাইরাস প্রতিরোধে কী করণীয় তা নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করে। প্রায় ২হাজার উপকারভোগীকে এই বিষয়ে সচেতন করা হয়।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি

মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বয়স্কভাতা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিনমাসে দুইশ জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট তিন লক্ষ টাকা বয়স্কভাতা ও দুই জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট চার হাজার প্রদান করা হয়।

ঘাসফুল, আইডিএফ ও অপকা'র যৌথ উদ্যোগে খাদ্য ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

গত ২২ এপ্রিল মিরসরাইয়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অপকা, ঘাসফুল ও আইডিএফের যৌথ উদ্যোগে পল্লী চিকিৎসক ও ইউপি হেলথ প্রোভাইডারদেরকে পিপিই প্রদান, কৃষকদের সার ও বীজ সহায়তা এবং প্রতিবন্ধী ও অটিজম ব্যক্তিদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন মিরসরাই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব জসীম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আইটি বিশেষজ্ঞ মাহবুব রহমান রুহেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরসরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিরসরাই পৌরসভার মেয়র গিয়াস উদ্দিন, দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম খোকা, ঘাসফুলের জোনাল ম্যানেজার মোঃ নাসির উদ্দিন, আইডিএফের এরিয়া ম্যানেজার রুবেল চন্দ্র দাশ, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তানভীর হোসেন তপু, মিরসরাই উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক আহবায়ক মাইনুর ইসলাম রানা প্রমুখ। এই সময় পল্লী চিকিৎসক, ইউপি হেলথ প্রোভাইডার, প্রশাসন ও সাংবাদিকদের মাঝে ১ হাজার ২'শ পিস পিপিই, ৫'শ জন প্রতিবন্ধী অটিজম মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ এবং ৫'শ জন দরিদ্র কৃষকের মাঝে সবজী, ধান বীজ ও সার বিতরণ করা হয়। এ কার্যক্রমে ঘাসফুল ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) সহায়তা প্রদান করে।

শিশুশ্রম থেকে শিশুদের সুরক্ষা করি.......

৫ম পৃষ্ঠার পর

যার মধ্যে প্রায় ১৭ লক্ষ শিশুশ্রমে নিয়োজিত। এই ১৭ লক্ষ শিশুর মধ্যে ১২ লক্ষ ৮০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে। শ্রমে নিযুক্ত শিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গৃহকর্মে নিযুক্ত। আইএলও কর্তৃক ২০০৬ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশে ৪ লক্ষ ২০ হাজার শিশু গৃহকর্মী রয়েছে এবং এদের শতকরা ৮৩ ভাগ মেয়েশিশু। ওই সমীক্ষায় দেখা যায়, কেবলমাত্র ঢাকা মহানগরীতে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার শিশু গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছে। ১৪ বছর আগে পরিচালিত উক্ত সমীক্ষার পরিসংখ্যান ব্যতীত গৃহ শিশুশ্রম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য নেই। এমনকি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার সার্ভে ২০১৩-এ গৃহ শিশুশ্রম সম্পর্কে কোনো তথ্যের উল্লেখ নেই।

গ্রামীন শিশু শ্রমিকের মধ্যে বেশীরভাগ সংখ্যক নিয়োজিত রয়েছে কৃষিখাতে। শহুরে শিশু শ্রমিকরা যেসব অনানুষ্ঠানিক খাতের সাথে যুক্ত তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে; ছোট পোষাক কারখানা, পরিবহনখাত, সেবাখাত, গৃহ-শিশুশ্রম, চামড়া শিল্প ইত্যাদি। অভাবের তাড়নায় অসংখ্য শিশু প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে শ্রমে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অশিক্ষা, ক্ষুধা দারিদ্র্যের মধ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রামে অনেক শিশু বেছে নিয়েছে শ্রমকে। এই সুযোগে কম মজুরিতে ওসব শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ করা হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমেও। ফলস্বরূপ সারাবিশ্বে আশংকাজনক হারে বাড়ছে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা। করোনা মোকাবেলায় দেশের অর্থনীতির চাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ অবস্থায় দেশে স্বল্প মজুরিতে কাজ করানোর জন্য আবারো শিশুদেরকে শ্রমে নিয়োগের প্রবণতা বাড়তে পারে। সেই ব্যাপারে সরকারকে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একইসাথে স্কুল থেকে ঝরেপড়া শিশুরা যেন শ্রমে নিয়োজিত না হয়, সেই ব্যাপারে ব্যাপক প্রস্তুতি রাখা দরকার।

২০১০ সালের নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য গঠিত জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটিগুলো কাজ করছে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে ২৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প হাতে নিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। শিশুশ্রম নির্মূলের ব্যাপারে সরকারের প্রচেষ্টায় এখন পর্যন্ত যতখানি সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল কোভিড-১৯ এর কারণে তা হুমকিতে পড়েছে। কোভিড-১৯ এর মহামারি পরিস্থিতি দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও অনিশ্চয়তা শুধু শিশুদের ঝুঁকি আরো বাড়িয়েই দেয়নি, তার সাথে দেশে শ্রমজিবি শিশুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার আশংকাও তৈরি হয়েছে। দেশে কোভিড-১৯ এর মত মহামারিতে সুবিধাবঞ্চিত শিশু, পথশিশু এবং শ্রমজিবি শিশুরা কতটা অসহায় এবং নিরাপত্তাহীন তা জাতির কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সকল শিশুদের কল্যাণের স্বার্থে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে।

এবারের বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২০ এর প্রতিপাদ্য হল; কোভিড-১৯ এর এসময় শিশুশ্রম থেকে শিশুকে রক্ষার সর্বোচ্চ উদ্যোগ নিতে হবে। কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির কারণে নিম্নআয়ের পরিবারের শিশুদের শিশুশ্রম বেড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। দরিদ্র পরিবারের শিশুদের অনেকেই আগে থেকে স্কুলে ভর্তি আছে, যা এখন বন্ধ। সামনের দিনগুলোতে এই শিশুরা যেন শ্রমে নিয়োজিত না হয়- সেজন্য এখন থেকেই স্কুলগুলোর বিশেষ পরিকল্পনা করা জরুরী। স্কুল খোলার পরপরই অনুপস্থিত শিশুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবক ও শিশুদের বুঝিয়ে তাদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। তা নাহলে স্কুল থেকে ঝরেপড়া ও শিশুশ্রমে শিশুর আগমণ বাড়তে পারে। নতুন বাজেটে এই শিশুদের কথা মাথায় রেখে স্কুলকেন্দ্রিক বিশেষ ভাতা বা আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাছাড়া স্থানীয় প্রশাসন, ব্যবসায়ী সমাজ ও সচেতন ব্যক্তিদেরকে তাদের নজরদারি বাড়াতে হবে, যাতে কোন শিশুকে কোন কর্মস্থলে নিয়োগ দেয়া না হয়।

বন্ধ হোক শিশুশ্রম। সকল শিশুর জন্য সুন্দর ও কল্যাণকর হয়ে উঠুক পৃথিবী।

লেখক: জোবায়দুর রশীদ, প্রশিক্ষক, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প, ঘাসফুল।

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম

সংস্থার স্বাস্থ্যকর্মী'রা চট্টগ্রাম নগরীর ৯টি পোষাক কারখানায় ৭৪৫০ জন পোষাক শ্রমিকদের মাঝে করোনাভাইরাসজনিত দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তাদের সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করেন। কর্ম-এলাকায় অন্যান্য উপকারভোগীদের মাঝেও করোনাভাইরাসজনিত দুর্যোগ পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এতে করে প্রায় ১০ হাজার উপকারভোগীদের কাছে সংস্থার কমিউনিটি হেলথ কার্যক্রমের সেবা পোঁছাতে সক্ষম হয়। এছাড়া পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুলের স্থায়ী ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসা রোগীদের মাঝে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতার সৃষ্টির লক্ষ্য লিফলেট বিতরণ, কী করণীয় তা নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয় । এছাড়া সরকার গত ৩১ মে থেকে সীমিত আকারে সবকিছু খুলে দেয়ার পর ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	৭৫৭
টিকাদান কর্মসূচি	৩২৭
পরিবার পরিকল্পনা	২৩৩৭
নিরাপদ প্রসব	৫২
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৫৯৬৭
হেলথ কার্ড	৫১২

ঘাসফুল মিষ্টি মরিচ, নিরাপদ সবজি ও মসলা জাতীয় ফসলের বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিকরণ (PACE) প্রকল্প

পিকেএসএফ এর সহায়তায় চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নে PACE প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ঘাসফুল। পিকেএসএফ এর নির্দেশনায় কোভিড-১৯ সৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ প্রকল্পের কর্ম-এলাকার ২২০ জন উপকারভোগীর নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প কর্মকর্তাগণ উপকারভোগীদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখছে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছে।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ১৯ বছর

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস

করোনার কারণে প্রভাব পড়ছে ১৫০ কোটি শিশু-কিশোরের উপর

করোনা মহামারির কারণে বিশ্বে ১৮৮টি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এর প্রভাব পড়েছে ১৫০ কোটি শিশু-কিশোর এর উপর। করোনা'র কারণে শিশুশ্রম বাড়বে যা খুবই উদ্বেগের বিষয়। শিশুশ্রম নিরসনের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদের ভার্চুয়াল মিটিং এ বক্তারা এসব কথা বলেন। গত ১৩জুন চট্টগ্রামের সমমনা উন্নয়ন সংগঠন ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত প্লাট ফরম বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদের ভার্চুয়াল মিটিং সেক্রেটারিয়েট ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক ও ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী।

ভার্চুয়াল মিটিং এ অংশগ্রহণ করেন- ঢাকা আইএলও প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম মুকুল,ইউনিসেফ চট্টগ্রাম ফিল্ড অফিসের চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার জেসমিন ফ্লোরা দিপা,বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক আবদুস শহিদ মাহমুদ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের কর্মসূচী সমন্বয়কারী রাফিজা শাহীন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী চট্টগ্রাম এর জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা পরিষদের সদস্য সচিব নারগিস সুলতানা,কল কারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি রাজু বড়ুয়া ও ডা. বিশ্বজিত, ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরামের নির্বাহী পরিচালক উৎপল বড়ুয়া,সংশপ্তকের নির্বাহী পরিচালক লিটন চৌধুরী, উৎসের নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা কামল যাত্রা, ব্র্যাক জেলা প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম মজুমদার।

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

কোভিড-১৯ সৃষ্ট দুর্যোগে ঘাসফুল চেয়ারম্যান এর তৎপরতা

কোভিড-১৯ সৃষ্ট মহামারি নিয়ন্ত্রণে গত ২৬ মার্চ থেকে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয়ভাবে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলে কার্যত: দেশের সবকিছুই স্থবির হয়ে পড়ে। এ অবরুদ্ধ সময়ে ঘাসফুল চেয়ারম্যান ও সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী ঘাসফুল কর্মীবাহিনী ও বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে "স্টে হোম, স্টে সেইফ" বিষয়টি নিয়ে প্রচারণা চালায় এবং তিনি সকলকে অত্যন্ত সর্তকতা ও ধৈর্য্যের সাথে এই শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ মহামারি মোকাবেলার আহ্বান জানান। তিনি সি-প্লাস টেলিভিশন চ্যানেলে বিশিষ্ট সমাজ গবেষক হিসেব দুইবার সাক্ষাতকার প্রদান করেন। গত ১০ এপ্রিল চট্টগ্রাম লালখান বাজারস্থ মতিঝর্ণা এলাকায় কর্মহীন অসহায় ভাড়াটিয়া ঘরভাড়া দিতে অসমর্থ হওয়ায় বাড়ীর মালিক কর্তৃক অমানবিক নির্যাতনের শিকার হলে তিনি এ ঘটনার বিরুদ্ধে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানান।

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
নুদরাত এ করিম
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, এমএ মঞ্জুরী, বাড়ী নং-৫/ডি, বাদশামিয়া রোড, আমিরবাগ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫
ইমেইল :ghashful@ghashful-bd.org, ghashfuleheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org